অভিজাত (nobles), কৃষক (peasants) এবং মধ্যবিত্ত বুর্জোয়া (bourgeois) মানুষদের প্রতিনিধিরা থাকত। জেমস্‌ট্‌ভো সভার দুটি স্তর ছিল। প্রথম স্থর হল জেলা পরিষদ (district council)। এর সদস্যরা নির্বাচিত হত গণভোটের দ্বারা। দ্বিতীয় এবং উচ্চতর স্তর হল প্রাদেশিক সভা (Provincial Council)। যার সদস্যরা নির্বাচিত হত জেলা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা। এই আঞ্চলিক প্রশাসনের এককগুলি একদিকে স্বাযত্ত শাসন ও অন্যদিকে বিকেন্দ্রিকৃত প্রশাসন এই দুই নতুন দিগন্তকে তুলে ধরেছিল। এই দুইটি আঞ্চলিক সভার কাজ ছিল জাস্টিস অফ পিস-দের নির্বাচিত করা, জেলার রাস্তাঘাট, ব্রিজ বা সেতুর নির্মাণ, মেরামতি ও রক্ষণাবেক্ষণ করা, পানীয় জল, নিকাশি ব্যবস্থা, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদির ব্যবস্থা করা, ও তার উপর নজর রাখা, বুনিয়াদি শিক্ষার ব্যবস্থা করা ও দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করা। এই সব করার জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার ছিল তা এদের ছিল না। তাছাড়া প্রদেশের প্রধান শাসকের (governor) একটা ভেটো ক্ষমতা (veto) ছিল যার দ্বারা এদের সিদ্ধান্তের উপর সংযম আরোপ করা যেত। এসব সত্ত্বেও আঞ্চলিক প্রশাসনে এই সংস্থাদুটির অভিনবত্ব ছিল। তারা প্রশাসনের রুগ্ন কাঠামোকে সবল করতে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ নিয়েছিল। রাশিয়া আধুনিকীকরণের দিকে পা বাড়িয়েছিল।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে এই সমস্ত সংস্কারের দ্বারা দ্বিতীয় আলেকজান্ডার রাশিয়ার নিশ্চল পরিবর্তনহীনতায় একটা পরিবর্তনের ঝড় তুলে দিয়েছিলেন। সম্ভবত মহামতি পিটারের রাজত্বকালের পর আর কোনও জার একটি বদ্ধ জাতির মুক্তির দরজা এতখানি খুলে দিতে পারেননি যতখানি দিয়েছিলেন দ্বিতীয় আলেকজান্ডার। এজন্য তাঁকে **মুক্তিদাতা জার** (Czar Liberater) বলা হয়ে থাকে। তাঁর সংস্কারের ফলে রাশিয়াতে নতুন হওয়া বইতে থাকে। নতুন অর্থনীতি, নতুন দর্শন সাহিত্য ও রাজনীতির গ্রন্থ রচিত হতে লাগল। শিক্ষায় (education) ও মুদ্রণে (press), পুস্তকে আর পত্রিকায় নতুন এক কল্পান্ত বিভোরতা (Utopia) দেখা যেতে লাগল। মানুষ ভাবতে শুরু করল যে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন শুধুমাত্র একটি প্রথম পদক্ষেপ, একটি ভূমিকা যার পরের অধ্যায়ে আসবে সম্পূর্ণ রাজনৈতিক স্ব-শাসন (Political self government)। পাশ্চাত্যের উন্নয়নশীল দেশগুলিকে ধরে ফেলার লক্ষ্যে রাশিয়া এবার নতুন দৌড় শুরু করল। ইতিহাসের একটি সন্ধিক্ষণ রচিত হয়েছিল যখন হঠাৎ করে জনসত্তায় নবজাগরণের শিহরণ দেখা দিল। একজন ঐতিহাসিক লিখলেন রাশিয়া এবার সত্যিই পশ্চিমের অনুসরণ করতে পারত ("Russia was to initiate the nations of the west" [Ketelbey])। একটি এশিয় শক্তি হিসাবে নিজের দীনতা ঘোচানোর লগ্ন রাশিয়ার এতাবৎকালের অনালোকিত গার্হস্থ্য জীবনে আত্মপ্রকাশ করল। কিন্তু জনগণ তখনও পূর্ণভাবে উজ্জীবিত হয়নি। আশার পেছনে ছিল হতাশা, তাই চরম লগ্নেও জাতিসত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল না। হতাশ জাতির প্রতিক্রিয়া তীব্র থেকে তীব্রতর হতে লাগল। ১৮৬৬, ১৮৭৩ ও ১৮৮০ সালে স্বয়ং জারকে হত্যার পরিকল্পনা করা হয়। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এবার ঘুরে দাঁড়ালেন, ফিরে গেলেন পিতার দুর্দমনীয় স্বৈরতন্ত্রে। ১৮৬৬ সাল থেকে তাঁর আভ্যন্তরীণ নীতি বদলাতে শুরু করে । হয়তো পরে সরকার ও সেনাবাহিনীর সংস্কারে কয়েকটি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল কিন্তু মোটের উপর সংস্কারের প্রেরণা দুর্বল হয়েছিল। একজন ঐতিহাসিক লিখলেন '... the spirit of reform had withered'। জার নিজেই নিজের সংস্কারের আশানুরূপ ফল না পেয়ে দুঃখিত হয়েছিলেন। কৃষকরা তখনও মনে করছিল তারা নির্যাতিত, আইন-আদালত আশানুরূপভাবে সচল হয়নি আর প্রশাসন থেকে দুর্নীতিকে মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। ১৮৬৩ সালে পোলদের বিদ্রোহ

(এটি দ্বিতীয় বিদ্রোহ, প্রথম বিদ্রোহ হয়েছিল জার প্রথম নিকোলাসের সময়ে) দেশে নতুন উত্তেজনার সৃষ্টি করল। এ উত্তেজনার অনেকটাই ছিল পোল্যান্ডকে ঘিরে। জারের রাজত্বের প্রথম পর্বের সংস্কার পোল্যান্ডবাসীর মনেও উৎসাহ জাগিয়েছিল। এ উৎসাহে মদত দিয়েছিল অনেক রুশ। এবার যখন পোল্যান্ডের অধিকার লাভের আকাঙ্ক্ষাকে গুঁড়িয়ে দেওয়া হল তখন রাশিয়ার উদারপন্থীরা দুঃখ পেলেন, ক্ষিপ্ত হলেন। অন্যদিকে যারা প্রতিক্রিয়াশীল যাদের নীতি ছিল, 'পবিত্র রাশিয়া, সনাতন চর্চা ও সম্রাটের একক স্বৈরাচার'— 'Holy Russia, the Orthodox Church, and the imperieal autocracy'– তারা বলতে লাগলেন যে সংস্কারের কাজে প্রয়োজনের অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা হয়েছে, অনর্থক বেশি দূর এগিয়ে গেছেন রাশিয়ার জার, থেমে যাও উচিত ছিল অনেক আগে। এরকম মত ও মন্তব্যকে ফুৎকারে উড়িয়ে দিত নিহিলিষ্টরা। তারা ছিল পরিবর্তনকামী—ধ্বংসের মধ্য দিয়ে সৃজনের তত্ত্বে বিশ্বাসী—সমস্ত রকমভাবে প্রতিষ্ঠান-বিরোধী—ঈশ্বর থেকে সম্রাট, রাষ্ট্র থেকে সমাজ, পরিবার থেকে সম্পত্তি, ধর্ম থেকে নৈতিকতা সমস্ত কিছুকে তারা নতুন ধাঁচে তৈরি করতে চাইত। বিখ্যাত ঔপন্যাসিক **তুর্গেনিয়েভ** (Turgeniev) তাঁর **'পিতারা ও পুত্ররা'** (Fathers and Sons) নামক গ্রন্থে নিহিলিষ্ট দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন। নিহিলিষ্ট (Nihilist) মতবাদের তিনটি পর্যায় ছিল। প্রথম পর্যায়ে ১৮৬০-এর দশকে নিহিলিজম অন্ধ সংস্কার ও কর্তৃত্বের প্রতি অন্ধভক্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দ্বিতীয় পর্যায়ে তা অনেক বাস্তবমুখী হল—রুশ কৃষকদের তাদের অর্থনৈতিক দুরবস্থার বিরুদ্ধে সজাগ করে তুলল। তৃতীয় পর্যায়ে তা সন্ত্রাসবাদে পরিণত হল। এই পর্যায়ে তা জনসমর্থন হারিয়েছিল। নিহিলিষ্টদের জন্মই প্রমাণ করেছিল যে রাশিয়ার সংস্কার আন্দোলন সম্পূর্ণভাবে সার্থক হয়নি। লিপসন বলেছেন যে, উনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন যে সার্থক হয়নি তার কারণ এই আন্দোলনের অনেক নেতা ছিল, অনুগামী ছিল না— জনগণের মনের গভীরে তা শিকড় গাঁথতে পারেনি (In short, the reform movement failed in the nineteenth century because it had only leaders and no followers, it had failed altogether to strike root among the masses'–Lipson)। বিশ শতকের শুরুতে একটি ব্যর্থ বিপ্লবের (Revolution of 1905) পর পুনরায় সংস্কারের চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু সে চেষ্টাও ব্যর্থ হয়। কোনও সংস্কারই রাশিয়ার সমাজ ও রাষ্ট্রের অভ্যন্তরের মূল গলদের সংশোধন করতে পারেনি। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিল যে রাশিয়ার রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার কাঠামোগত পরিবর্তন না ঘটাতে পারলে প্রচলিত ব্যবস্থার মৌল ত্রুটি সংশোধন করা যাবে না। পাশ্চাত্য থেকে বয়ে আসছিল মার্ক্সবাদ ও নৈরাজ্যবাদের হাওয়া। এর মধ্যে চলে এল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের অভিঘাতে ভেঙে পড়ল রুশ প্রশাসন, রুশ সমাজব্যবস্থার অভ্যন্তরীণ বন্ধন—ভেঙে গেল স্বৈরাচারী রাষ্ট্রশক্তির সামরিক ও আমলাতান্ত্রিক বুনিয়াদ। এইবার পরিবর্তন—উপর থেকে নয়, নীচ থেকে, বিপ্লবের মাধ্যমে। এই বিপ্লবই ১৯২৭ সালের বিখ্যাত বলশেভিক বিপ্লব, শ্রমিক ও শোষিত মানুষের রাষ্ট্রশক্তি দখলের যুগান্তকারী ঘটনা। আমাদের পরবর্তী পাঠই হবে সেই ঘটনার ইতিহাস, সেই ইতিবৃত্ত যেখানে মানুষের স্বপ্ন আর তপস্যা রাত্রির বুক থেকে ছিঁড়ে এনেছিল মুক্তির প্রস্ফুটিত সকাল।

৩.১৫ সারাংশ

মহামতি পিটারের রাজত্বকালের (১৬৮২-১৭২৫) পর দীর্ঘদিন রাশিয়াতে কোন জার কোন বড় মাপের সংস্কারের কথা ভাবেননি। দ্বিতীয় ক্যাথরিন (Catherine II) [তাঁর রাজত্বকাল ১৭৬২-১৭৯৬] ছিলেন একজন শক্তিশালী জারিনা (Czarina)। কিন্তু তিনি রাশিয়াকে যতখানি বহির্বিশ্বে উপস্থাপিত করেছিলেন ততখানি দেশের ভেতরের পরিস্থিতির পরিবর্তন করতে পারেননি। তিনি পাশ্চাত্য সংস্কৃতির মানস কন্যা ছিলেন, **ভলটেয়ার** (Voltaire), **দিদেরো** (Diderot) প্রভৃতি দার্শনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং হয়তো সে কারণেই ঐতিহাসিকরা তাঁকে প্রজ্ঞাদীপ্ত স্বৈরাচারীদের (Enlightened despots) একজন বলে মনে করে থাকেন। কিন্তু তাঁর আমলেও রাঁশিয়ার অভ্যন্তরীণ পরিবর্তন কিছু হয়নি। এরপর ৬০ বছর ধরে রাশিয়াতে অভ্যন্তরীণ সংস্কারের কোন উল্লেখযোগ্য কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়নি। রাশিয়ার কৃষিযোগ্য সমস্ত জমির দেশের নয়ভাগ রাজতন্ত্র ও ১৪০ হাজার সম্ভ্রান্ত পরিবারের দখলে ছিল। অর্থাৎ বিরাট বিরাট ভূসম্পত্তি (landed estates) মুষ্টিমেয় মানুষের হাত ছিল। এই জমি চাষ করত বিপুল সংখ্যক ভূমিদাস। গবাদি পশুর (Cattle) মতই ছিল তাদের ভাগ্য—জমির সাথে তারা বিক্রি হয়ে যেত। সপ্তাহে অন্তত তিনদিন এই ভূমিদাসরা ভূস্বামীদের জমিতে বিনা পরিশ্রমিক বা মজুরিতে কাজ করত। তার উপরছিল নানা করের বোঝা। এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে কৃষকরা—যারা ভূমিদাসরূপে আইনের বন্ধনে বাঁধা ছিল—তারা প্রায় বিদ্রোহ করত, গ্রামজীবনে শান্তি ব্যাহত হত আর সরকারকে পুলিশ ও সৈন্যবাহিনীর সাহায্য নিয়ে ক্রমাগত ভূমিদাসদের বিদ্রোহ দমন করতে হত। এদিকে ভূস্বামীদের আর্থিক অবস্থারও অবনতি হচ্ছিল। তারা আর ভূমিদাস-পোষণের দায়িত্ব নিতে চাইছিল না। তাছাড়া বিপুল সংখ্যক মানুষকে দাসত্বে বেঁধে রাখার মধ্যে নৈতিক সমর্থন ছিল না। ফলে ১৮৬২ সালে আইন করে এ ব্যবস্থা তুলে দেওয়া হল। এই প্রথম কৃষকরা আইনগতভাবে দাসত্ব থেকে মুক্ত হল। এই আইন কৃষকদের সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বাইরে নিয়ে এল। কৃষকরা সামন্ত প্রভুদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার অর্থই হল সামন্ততন্ত্রের কাঠামো নাড়া খেয়ে গেল। কৃষকরা আইনগতভাবে স্বাধীন হলেও অর্থনৈতিকভাবে হয়নি। এরপর থেকে কৃষকদের নিয়ন্ত্রণের অধিকার রইল গ্রামসমাজের হাতে। জমিদারদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার দায় রইল কৃষকদের। তারা বলতে লাগল যে তাদের অর্থনৈতিক বোঝা অনেক বেড়ে গেছে তারা জমির স্বাধীন মালিকানা পাচ্ছে না। রাশিয়ায় নিয়ম ছিল যে এক পরিবারের প্রত্যেক পুরুষ সন্তান জমি পাবে। তার অর্থ হল প্রতিটি প্রজন্মে জমি খণ্ডিত হয়েছে প্রত্যেকের স্বত্ত্ব দানের জন্য। ফলে যতদিন যেতে লাগল ততই 'মির' বা গ্রামসমাজের অন্তর্ভুক্ত কৃষকের জমি ও আয় কমতে লাগল। কৃষকরা অসন্তুষ্ট হল। এইরকম অবস্থা আর দ্বিতীয় আলেকজান্ডার বা তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলীর একেবারেই কাম্য ছিল না। আবার অন্যদিকে বিচার-ব্যবস্থ ও প্রশাসনের যে সংস্কার তিনি করেছিলেন তার তাৎক্ষণিক ফল পাওয়া যায়নি। সংস্কারপ্রাপ্ত ব্যবস্থার মধ্যে গড়ে ওঠা নতুন সংগঠনগুলি চালানোর জন্য প্রশিক্ষিত মানুষের উদ্ভব তখনো হয়নি। ফলে সমাজব্যবস্থায় অভ্যস্ত দুর্নীতিকে মুছে ফেলে নতুন উজ্জীবনের মন্ত্রে দীক্ষিত মানুষের অভাবে পরিবর্তনের কাঙ্ক্ষিত ফল পাওয়া যায়নি। এদিকে শিক্ষা ও মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদানের ফলে জনমত গড়ার কাজ ত্বরান্বিত হল। রাশিয়ার অধীনস্থ পোল্যাণ্ডের মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার স্পৃহা জেগে উঠলে তারা বিদ্রোহ করল। সে বিদ্রোহ নির্মমভাবে দমন করা হল। ফলে উদারনৈতিক

রুশদের মধ্যে হতাশা দেখা দিল। দীর্ঘদিন ধরে জাতীয় হতাশার মধ্য থেকে জন্ম নিচ্ছিল এক ভয়ানক পরিবর্তনকামী বিরোধীদল রাশিয়ার ইতিহাসে যারা নিহিলিষ্ট (Nihilist) বলে খ্যাত। তারা সমস্ত প্রতিষ্ঠান ভেঙে নতুন করে সৃজনের স্বপ্ন দেখত। তারা সন্ত্রাসবাদের পথ নিল। যে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার জীবনের শুরুতে মানুষের নানাবিধ মুক্তির পথ খুলে দিয়ে 'মুক্তিদাতা জার' বলে বিখ্যাত হয়ে আছেন তিনি রাজত্বের প্রথম দশ বছর অতিক্রান্ত হতে না হতেই রুদ্রমূর্তি ধারণ করে পিতার স্বৈরাচারী পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। কিন্তু যুগশক্তির সাথে আপস করতে না জানলে বাঁচা যায় না। জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারও বাঁচেননি। বোমার আঘাতে তাঁর মৃত্যু হয়। প্রগতিপরিপন্থী স্বৈরাচারের প্রতিকূলতাকে বিদীর্ণ করে প্রগতির রথে ইতিহাসের অমোঘ শক্তি দুর্বারভাবে অগ্রসর হল—আর কোন নতুন সংস্কার পর্বের দিকে নয়, ভিন্নতর পর্বে—বিপ্লবের দিকে—সেই বিপ্লবের দিকে যেখানে ১৯১৭ সালে রাষ্ট্রশক্তি দখল করল সেই মানুষ যাদের রাষ্ট্রশক্তি ছাড়া হারাবার কিছুই ছিল না।

৩.১৬ অনুশীলনী

১. সংক্ষেপে উত্তর দিন (৫টি বাক্যে)

(ক) উনিশ শতকে রাশিয়ার সংস্কার কার্য পাঠ করলে আপনি কী শিক্ষা লাভ করেন?

(খ) সমাজ সংস্কারের কাজ কেন অপরিহার্য?

(গ) সংস্কার কার্য উনিশ শতকে কি পৃথিবীর অনেক দেশে হয়েছিল?

(ঘ) ক্যাথরিন দ্য গ্রেট সম্বন্ধে কী জানেন?

(ঙ) মহামতি পিটারের কৃতিত্ব কী?

(চ) রাশিয়ায় কোন খ্রিষ্টধর্ম পালিত হত?

(ছ) রাশিয়ার বিভিন্ন ভাষাভাষী মানব উপাদান কী ছিল?

(জ) মির (Mir) কী?

(ঝ) ভূমিদাসদের উপর যে সব বোঝা চাপানো ছিল সেগুলি কী?

(ঞ) রাশিয়ার সমাজব্যবস্থায় মধ্যশ্রেণী না থাকায় কী ক্ষতি হয়েছিল?

(ট) সংস্কার সম্বন্ধে ঐতিহাসিক ডেভিড টমসন (David Thompson) বা লিপসনের (Lipson) যে কোন একটি মত আলোচনা করুন।

(ঠ) উত্তরের সমাজ ও দক্ষিণের সমাজ সম্বন্ধে লিখুন।

(ড) 'পিতাহীন পুত্রহীন প্রজন্ম' কী?

(ঢ) ডিসেম্ব্রিষ্ট কারা? তাদের গুরুত্ব কী?

(ণ) পল পেস্টেল কে ছিলেন? তাঁর যে কোনও একটি উক্তি লিখুন।

(ত) প্রথম নিকোলাসের রাষ্ট্রমত কী ছিল?

(থ) রাশিয়ার ইতিহাসে ক্রাইমিয়ার যুদ্ধ বিখ্যাত কেন?

(দ) ঐতিহাসিক ওয়ালেস-এর যে কোনও একটি মত ব্যাখ্যা করুন।

(ধ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বের প্রথম পর্বের আদর্শ কী ছিল?

(ন) ভূমিদাসত্বকে আইন করে বন্ধ করার যে কোনও একটি কারণ বুঝিয়ে লিখুন।

(প) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের বিচার বিভাগীয় সংস্কার আলোচনা করুন।

(ফ) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের প্রশাসনিক সংস্কার কী ছিল?

(ব) রাশিয়ার ভূমিদাস মুক্তি ও প্রাশিয়ার ভূমিদাস মুক্তির মধ্যে পার্থক্য কী?

(ভ) ভূমিদাসত্বের অবলোপ কি রাশিয়ার অর্থনীতিকে কোনভাবে সাহায্য করেছিল?

(ম) জেমস্টভো (Zemstvo) কী?

২। **১০ টি বাক্যে উত্তর দিন**—

(ক) রাশিয়ার সমাজকে কেন বদলানোর প্রয়োজন হয়েছিল?

(খ) উনিশ শতকে সংস্কার কার্য কোন দেশে কী হয়েছিল?

(গ) 'অভ্যন্তরীণ পুনর্গঠনের প্রকৃত মৌল সমস্যা' কী?

(ঘ) পিটার দ্য গ্রেট ও ক্যাথরিন দ্য গ্রেট-এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব কী?

(ঙ) ডিসেম্ব্রিষ্ট আন্দোলন ব্যর্থ হল কেন? তা কী শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়েছিল?

(চ) রাশিয়ার রাষ্ট্রের কাঠামো সংক্রান্ত সমস্যার একটি নাতিদীর্ঘ আলোচনা করুন।

(ছ) ভূমিদাসত্ব বিলোপের প্রধান পাঁচটি ফল আলোচনা করুন।

(জ) ভূমিদাসত্ব বিলোপে ভূমিদাসদের কী ভূমিকা ছিল?

(ঝ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে কী প্রকৃত অর্থে মুক্তিদাতা জার বলা যায়?

(ঞ) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের রাজত্বকালের দুই পর্বে তাঁর রাষ্ট্রদর্শ কী ছিল?

(ট) রাশিয়ার প্রথম পর্বের রাজনৈতিক সংগঠনগুলি আলোচনা করুন।

(ঠ) রাশিয়ার সমাজব্যবস্থা সংক্রান্ত সমস্যা কী ছিল?

(ড) ক্রাইমিয়া কোথায় ও কীজন্য বিখ্যাত?

(ঢ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের সংস্কার কার্য শেষ পর্যন্ত সফল হল না কেন?

(ণ) নিহিলিষ্টদের রাষ্ট্রদর্শন আলোচনা করুন।

৩। **একটি বাক্যে উত্তর দিন**

(ক) ১৯ শতকে রাশিয়ার সংস্কারকার্যের ইতিহাস পাঠের উদ্দেশ্য কী?

(খ) জাপানের সংস্কার কার্যের নাম কী?

(গ) তুরস্কের সংস্কার কার্যকে কী বলা হত?

(ঘ) নিহিলিজম্ কী?

(ঙ) তরুণ-তুর্কী বিপ্লব কবে হয়েছিল?

(চ) পিটার দ্য গ্রেট কে ছিলেন?

(ছ) ক্যাথরিন দ্য গ্রেটের রাজত্বকাল কবে?

(জ) যে কোন সংস্কার কাজের উদ্দেশ্য কী?

(ঝ) রাশিয়াতে একজন জ্ঞানদীপ্ত স্বৈরাচারী শাসকের নাম লিখুন।

(ঞ) রাশিয়ার মৌল সমস্যা কত রকমের ছিল?

(ট) 'মুক্তিদাতা জার' কে?

(ঠ) তুর্গেনিয়েভ কে ছিলেন?

(ড) প্রথম নিকোলাসের রাজত্বকাল কত বছরের ছিল?

(ঢ) দ্বিতীয় আলেকজান্ডার কত বছর রাজত্ব করেন?

(ণ) কোন জারকে হত্যা করা হয়।

(ত) ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সময়ে কোন জার রাশিয়ায় রাজত্ব করতেন?

(থ) কোন জারকে 'চরম স্বৈরাচারের অবতার' বলা হয়েছে?

(দ) 'মুকুট পরা ড্রিল সার্জেন্ট' কে ছিলেন?

(ধ) কোন জারকে 'নিবিষ্ট দেশব্রতী রুশ' বলা হয়েছে?

(ন) ভূমিদাসদের মুক্তির ঘোষণাপত্র কবে স্বাক্ষরিত হয়?

(প) ১৮৮২ সালে কী হয়েছিল?

(ফ) ভলটেয়ার ও দিদেরো কে ছিলেন?

(ব) রাশিয়াতে জুরি দ্বারা বিচার কে চালু করেছিলেন?

(ভ) ভূমিস্বত্ত্ব-বিলোপের পর কৃষকরা কী অর্থনৈতিক স্বাধীনতা পেয়েছিল?

(ম) ঐতিহাসিক ওয়ালেস-এর গ্রন্থের নাম কী?

৪। শূন্যস্থান পূর্ণ করুন

(ক) রাশিয়াতে রাষ্ট্র সংস্কার কাজে হাত দিয়েছিল _____।

(খ) উনিশ শতকে জাপানের _____ _____ বিখ্যাত।

(গ) ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে চীনের _____ _____ বিখাত।

(ঘ) আমেরিকাতে দাস ব্যবস্থা বন্ধ হয়েছিল _____ সালে।

(ঙ) রাশিয়াতে ভূমিদাস প্রথা বন্ধ হয়েছিল _____ সালে।

(চ) জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে _____ জার বলা হয়।

(ছ) ১৮৮১ সালে বোমা বিস্ফোরণে জার _____ _____ মৃত্যু হয়।

(জ) ক্রাইমিয়ার যুদ্ধের সমাপ্তি সূচক প্যারিসের সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়েছিল _____ সালে।

(ঝ) ঔপন্যাসিক তুর্গেনিয়েভের গ্রন্থের নাম _____ _____।

(ঞ) ভূমিদাসদের মুক্তি রাশিয়ার কৃষিকাজে কোন _____ আনেনি।

(ট) প্রথম নিকোলাসের কাছে _____ বা _____ কোন মূল্য ছিল না।

(ঠ) ইউরোপের দুটি বড় বংশভিত্তিক সাম্রাজ্য হল রুশ সাম্রাজ্য ও _____ _____ _____।

(ড) রাশিয়াতে ১৯১৭ সালে যে বিপ্লব হয়েছিল তার নাম _____ বিপ্লব।

(ঢ) ইংল্যান্ডে ক্রীতদাসপ্রথা বন্ধ হয়েছিল _____ সালে।

(ণ) ১৮৯ খ্রিস্টাব্দে চীনের _____ _____ ইতিহাস-বিখ্যাত।

৩.১৭ গ্রন্থপঞ্জী

1. E. Lipson Europe in the 19th and 20th Century.
2. David Thompson Europe since Napoleon.
3. S. Reed Breett Modern Europe 1789-1939.
4. C. D. Hazen Modern Europe upto 1945.
5. Cambridge Modern History, Vol X, Chapt VIII.
6. Professor W . Alison Phillips, Poland.
7. Donald Mackenzie W allace. Russia.
8. D. M. Ketelbey A History of Modern Times from 1789 to the Present Day.
9. H. Seton-Watson The Decline of Imperial Russia. 1855-1914.
10. Jaques Droz Europe between Revolutions 1815-1848.
11. L. C. B Seaman From Vienna to Verrasilles, Ch. V "The Crimean W ar-Causes and Consequences".
12. M. V. Nackina History of the USSR. Vol II, Russia in the Nineteenth Century.
13. M. T. Florinstay Russia, A History and Interpretation.
14. B. Pases A History of Russia.
15. B. H. Summer Survery of Russian History.
16. P. L. Lyaschenko History of the National Economy of Russia to the 1917 Revolution.